তারিখ: ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
কোস্ট ট্রাস্ট

বিষয়: নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও কর্মী কল্যাণ সংক্রান্ত নীতিমালা:
(সকল নীতিমালা সংস্থার মানব সম্পদ নীতিমালায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে)

এই নীতিমালা তৈরির প্রক্রিয়া: উল্লিখিত নীতিমালা খসড়া তৈরির পর তিন (৩) দফায় প্রধান মাঠ ও প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মীদের সাথে বসে ও মতামত নিয়ে এটি তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তীতে নির্বাহী পরিচালক তার মতামত দিয়েছেন। সেই মোতাবেক পরিমার্জন করা হলে পরিচালক এটি দেখেন এবং সংশোধন করে চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করেন।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা নীতিমালা

ক. উদ্দেশ্যসমূহ:

১. সংস্থার সকল কার্যালয়, সম্পদ ও কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
২. সংস্থার কর্মীগণ যাতে দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থাকতে পারে।

খ. অফিস নিরাপত্তা:

১. অফিসে কোন অতিথি আনতে হলে তা অফিসিয়াল কাজ সংক্রান্ত বিষয় কিনা তা নিশ্চিত করে অফিসের ঢুকতে দিতে হবে। সংগঠনের সদস্য বা অপরিচিত কোন ব্যক্তিকে ব্যাগ, কার্টুন ইত্যাদি নিয়ে অফিসে ঢুকতে দেয়া যাবে না।
২. অতি জরুরি (ব্যক্তিগত) প্রয়োজনে যদি কোন আত্মীয় বা বন্ধু আসতে চান তবে তার প্রয়োজনীয়তা বুঝে তাকে ঢুকাতে হবে। সেক্ষেত্রে তার কাছে যদি কোন ব্যাগ থাকলে তা চেক করতে হবে। ব্যাগ চেক করার জন্য তাকে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করতে হবে।
৩. লাইট, ফ্যান সহ সকল ইলেক্ট্রনিক্স জিনিসপত্র ঠিকমতো বন্ধ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে সকলকে অফিস ত্যাগ করতে হবে।
৪. অফিস শেষে যিনি সর্বশেষে অফিস ত্যাগ করবেন তিনি অফিস ত্যাগের পূর্বে দরজা, জানালা ভালোমতো বন্ধ, সকল রুমে তালা, মটরসাইকেল/সাইকেলগুলো নিরাপদে আছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন।
৫. সংস্থার হিসাব নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংক থেকে সংস্থার বেশী টাকা উত্তোলনের সময় দুজন কর্মীকে ব্যাংকে যেতে হবে।
৬. সকল অফিসে হালনাগাদ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র থাকতে হবে। দুই ধরণের অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র থাকবে, একটি সাধারণ আগুন নেবানোর জন্য এবং আরেকটি বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিট থেকে আগুন নেবানোর জন্য। সকল কর্মীকে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহার জানা থাকতে হবে।
৭. সকল এমটিসিগুলোতে সিসি ক্যামেরা বসিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
৮. প্রত্যেক অফিসে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনসমূহ, ফায়ার ব্রিগেড ও এ্যাম্বুলেন্স কোম্পানীর সার্ভিসেরর জরুরি ফোন নং ও ঠিকানা নোটিশ বোর্ডে ঝুলানো থাকতে হবে।
৯. নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীর দায়িত্ব অবহেলার কারণে কোর দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায়দায়িত্ব সেই কর্মী/কর্মীগণকে নিতে হবে। এর জন্য অফিস প্রধানের বিরুদ্ধেও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গ. কর্মী নিরাপত্তা:

১. সকল কর্মীকে মটর সাইকের চালানোর সময় হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক। যিনি মটর সাইকেলের পিছনে বসবেন তারও হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক। বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া মটর সাইকেল চালানো যাবে না। ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া যদি কেউ মটরসাইকেল চালান এর জন্য যদি পুলিশি কেইস হয় তাহলে তার দায় দায়িত্ব সংস্থা বহন করবে না। মটর সইকেলের গতিবেগ সর্বোচ্চ ৪০ কিমি/ঘন্টা।
২. জিপ/মাইক্রো চালানোর সময়ও চালককে বেল্ট পড়তে হবে। তাকে বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। ৫০-৬০ কিমি গতিবেগের বেশী গতিবেগে জিপ/মাইক্রো চালানো যাবে না। গাড়ি চালানোর সময় চালক মোবাইল ফোনে কথা বলতে পারবেন না।

Rezaul Karim Chowdhury
Executive Director
COAST Trust

Begum Shamsun Nahar
Chairperson-Board of Trustee
COAST Trust

৩. কোন কর্মী গুরুতর অসুস্থ হলে বা দুর্ঘটনার শিকার হলে তাকে প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসক/হাসপাতাল/ ক্লিনিকে নিয়ে যেতে হবে এবং তার সর্বাধুনিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে এবং তারপর অফিস প্রধানকে তা অবহিত করতে হবে।

৪. অফিসে আগুন লাগলে কর্মীকে যথাসম্ভব দ্রুত অফিস কক্ষ ত্যাগ করতে হবে। এসময় সাথে কোন জিনিস নেয়ার চেষ্টা করা যাবে না।

৫. লঞ্চ,বাস বা বিমানে ভ্রমণ করলে লঞ্চ, বাস বা বিমানের নাম পূর্বে থেকেই সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ককে জানিয়ে রাখতে হবে। যাত্রা শেষেও তত্ত্বাবধায়ককে অবহিত করতে হবে। বর্ষাকালে লঞ্চে ভ্রমণ করার সময় আবহাওয়া বার্তা সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে।

৬. ভূমিকম্প হলে অযথা ছুটাছুটি করবেন না। দালানের বড় ভীমের পাশে আশ্রয় নিন। ভূমিকম্প বিষয়ক সরকারী নির্দেশাবলী মেনে চলুন।

৭. কোন নারী কর্মী কোন পাবলিক যানবাহন (বাস, মাইক্রোবাস, অটো, সিএনজি ইত্যাদি) এ একা চলাচল করবেন না।

৮. সংস্থা কর্তৃক দেয়া আইডি কার্ড সকল কর্মীকে সব সময় সাথে রাখতে হবে।

ঘ. বিদেশী অতিথিদের নিরাপত্তা:

১. সংস্থার মাধ্যমে যদি কোন বিদেশী অতিথি বাংলাদেশে আসেন এবং সংস্থার তত্ত্বাবধানে থাকেন তাহলে ঐ অতিথির সহযোগীতা স্বাপেক্ষে সংস্থা তার সকল নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

২. তাকে সংস্থার পক্ষ থেকে একটি আইডি কার্ড দিতে হবে এবং সংস্থার নিরাপত্তা নীতিমালা সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে হবে।

৩. বিদেশী অতিথিদের থেকে একটি অঙ্গিকারনামা নেয়া বাঞ্চনীয় যে তিনি/তারা বাংলাদেশে অবস্থানকালীন সময়ে কোন অবৈধ কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হলে তার দায়দায়িত্ব সংস্থা বহন করবে না।

ঙ. সংস্থার সম্পদের নিরাপত্তা:

১. অফিস কর্তৃক যে সব ডিভাইস কর্মীকে অফিসিয়েল কাজের জন্য দেয়া হবে তার নিরাপত্তা ব্যবহাকারীকে নিশ্চিত করতে হবে। এসকল জিনিস হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে তার দায়দায়িত্ব অফিস বহন করবে না।

২. কোন কর্মীর নিজের মূলবান জিনিসের কোন নিরাপত্তা অফিস দেবে না। অর্থাৎ অফিসে কেউ নিজের কোন মূল্যবান জিনিস আনলে তার নিরাপত্তা তাকেই নিশ্চিত করতে হবে।

চ. জঙ্গিবাদ থেকে দূরে থাকা:

১. জঙ্গিবাদ বা ধর্ম পালনের উদ্দেশ্যে যারা নানা মতবাদ প্রদান করে চলে তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে।

২. কোন কর্মী জঙ্গিবাদে যুক্ত আছেন বা জড়িয়ে পড়েছেন এমন সন্দেহ কোন কর্মী করে থাকলে তাহলে জরুরিভিত্তিতে সহকারী পরিচালক-প্রশাসন এন্ড এসআর এবং নির্বাহী পরিচালককে জানাতে হবে।

ছ. দলীয় রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকা:

দেশের এবং বৈশ্বিক রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। কোনভাবেই দলীয় রাজনীতি করা এবং সে সম্পর্কিত কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকা যাবে না। দলীয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পাশাপাশি নির্বাচন সংক্রান্ত প্রচারনা বা কোন্দলে জড়িয়ে পড়া যাবে না।

কর্মীর কল্যাণ সংক্রান্ত নীতিমালা

১. বাৎসরিক কর্মী মূল্যায়ন :

Begum Shamsun Nahar
Chairperson-Board of Trustee
COAST Trust

Rezaul Karim Chowdhury
Executive Director
COAST Trust

এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক একমুখী না হয়ে উভয়মুখী হবে। প্রথম তত্ত্বাবধায়ক মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ছকে কর্মীর অধঃস্তন, সম পদের এবং উর্ধ্বতন কর্মীগণ থেকে মতামত নিয়ে একটি উভয়মুখী মূল্যায়ন সম্পন্ন করবেন। এর ফলে উভয় পক্ষের পেশাগত মান ও দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক উন্নয়ন সংগঠিত হয়।

---

২. উৎসব ভাতা :

সংস্থার বা ডোনার প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী সকল নিয়মিত বা চুক্তিভিত্তিক কর্মী এক মাসের দুটি মূল বেতনের ১০০% উৎসব ভাতা হিসাবে পাবেন। শিক্ষানবীশ কালে যে কয়দিন কাজ করবেন সে কয়দিন হিসাব করে উৎসব ভাতা দেওয়া হবে।

---

৩. গ্রাচ্যুইটি

ক. প্রত্যেক নিয়মিত কর্মী প্রতি ১২ মাসের জন্য দুটি মূল বেতনের সমপরিমাণ গ্রাচুইটি হিসাবে প্রদান করা হবে এবং তা সর্বশেষ মূল বেতনের উপর হিসাব করা হবে। নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী কর্মীদের গ্রাচ্যুয়িটি হিসাব করা হবে:

চাকুরির সময়কাল	গ্রাচ্যুইটির হিসাব
১. তিন বছরের মধ্যে সংস্থা ছেড়ে গেলে।	১. কোন গ্রাচ্যুইটি পাওয়া যাবে না।
২. তিন বছর বা তার উর্ধ্বে এবং ৫ বছর পর্যন্ত সংস্থায় থাকলে।	২. সর্বশেষ মূল বেতনের উপর ১.৫গুণ x সময়কাল।
৩. পাঁচ বছর বা তার উর্ধ্বে এবং ১৫ বছর পর্যন্ত সংস্থায় থাকলে।	৩. সর্বশেষ মূল বেতনের উপর ২গুণ x সময়কাল।
৪. পনের বছরের উপরে সংস্থায় থাকলে।	৪. সর্বশেষ মূল বেতনের উপর ৩ গুণ x সময়কাল।

খ. কোন কর্মী মানব সম্পদ নীতিমালা অনুযায়ী Misconduct ধারায় প্রমানিত হলে এযাবত গ্রাচুইটি হিসাবে বাজেয়াপ্ত হবে।

গ. নির্বাহী পরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে নিম্নলিখিত শর্তে চাকুরিরত কর্মীদেরকে গ্রাচ্যুইটি ফেরত দেয়া যাবে। নির্বাহী পরিচালকের ক্ষেত্রে বোর্ড চেয়ারপার্সনের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

১. সংস্থায় যাদের চাকুরির বয়স কমপক্ষে ১৫ বছর হয়েছে এবং যাকে চাকুরি সময়ে নিবেদিত এবং কর্মনিষ্ঠ দেখা গেছে।

২. ফ্ল্যাট, জমি ক্রয়/উন্নয়ন এবং বাড়ি নির্মাণ এর ক্ষেত্রে ১০০% গ্রাচ্যুইটি ফেরত দেয়া যেতে পারে।

---

৪. প্রভিডেন্ট ফান্ড

ক. প্রভিডেন্ট ফান্ড স্বতন্ত্র একটি তহবিল এবং এটি সংস্থার প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে।

খ. প্রত্যেক নিয়মিত কর্মী যিনি প্রভিডেন্ট ফান্ড এর সদস্য, তার মাসিক বেতন থেকে মূল বেতনের ১০% প্রভিডেন্ট ফান্ড এর জন্য কেটে নেয়া হবে। সংস্থা প্রদান করবে মূল বেতনের ১০% যা কর্মীর হিসাবে জমা থাকবে।

গ. চাকুরির বয়স ৩ বছরের বেশি হলে যদি কোন কর্মী চাকুরি ছেড়ে দেন কিংবা চাকুরি থেকে অব্যাহতি পান তাহলে তিনি প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা টাকার নিজের অংশ ও সংস্থার অংশ নিতে পারবেন।

ঘ. কোন কর্মী মানব সম্পদ নীতিমালা অনুযায়ী Misconduct ধারায় প্রমানিত হলে সংস্থার প্রভিডেন্ট ফান্ড অংশ বাজেয়াপ্ত হবে।

ঙ. <u>প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ</u>: যে কোন সদস্য প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাস্টি বোর্ড এর কাছে জরুরি চিকিৎসা খরচ, জমি কেনা, গৃহ নির্মাণ বা মেরামতের কাজ চালানো, নিজের ছেলে বা মেয়ের শিক্ষা এবং বিবাহের জন্য নির্ধারিত ফরমে ঋণ আবেদন করতে পারেন। সাধারণ নিয়মে কোন কর্মী যে মাসের প্রভিডেন্ট ফান্ড তার বেতন থেকে জমা হয়েছে সে মাসের পূর্ববর্তী ব্যালেন্স থেকে সর্বোচ্চ ৫০% ঋণ পেতে পারেন। তবে ৫০% এর বেশী ঋণ পেতে হলে তার জন্য নির্বাহী পরিচালকের অনুমোদন নিতে হবে।

চ. কর্মীদের ক্ষেত্রে নির্বাহী পরিচালক এবং নির্বাহী পরিচালকের ক্ষেত্রে বোর্ড চেয়ারপার্সনের অনুমোদন সাপেক্ষে নিম্নলিখিত শর্তে চাকুরিরত কর্মীদেরকে নিজের এবং সংস্থার অংশ ফেরত দেয়া যাবে।

Rezaul Karim Chowdhury
Executive Director
COAST Trust

Begum Shamsun Nahar
Chairperson-Board of Trustee
COAST Trust

১. সংস্থায় যাদের চাকুরির বয়স কমপক্ষে ১৫ বছর হয়েছে এবং যাকে চাকুরি সময়ে নিবেদিত এবং কর্মনিষ্ঠ দেখা গেছে।

২. ফ্ল্যাট, জমি ক্রয়/উন্নয়ন এবং বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে ১০০% প্রভিডেন্ট ফান্ড ফেরত দেয়া দেয়া যেতে পারে।

---

৫. চিকিৎসা সহায়তা নীতিমালা

ক. চিকিৎসা সহায়তা শুধুমাত্র নিজ এবং নিজের পরিবারের (স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তান) জন্য প্রযোজ্য হবে।

খ. চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি থাকবে এবং উক্ত কমিটি দাবিকৃত চিকিৎসা বিলটি যাচাই এবং যথাযথ মূল্যায়ন স্বাপেক্ষে অনুমোদনসহ বিল প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

গ. মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী ঘোষিত সময়কাল ও পদবী অনুযায়ী নির্ধারিত হাওে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হবে।

ঘ. কর্মকালীন অবস্থায় কোন কর্মী দুর্ঘটনার শিকার হলে এর সমুদয় খরচ সংস্থা বহন করবে।

---

৬. দুর্ঘটনাজনিত ভাতা

ক. দায়িত্বপালনকালে কোন কর্মী দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে কর্মক্ষমতা হারালে তিনি অন্যান্য সুযোগসুবিধাগুলোর পাশাপাশি ৫ বছরের সর্বশেষ মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা পৃথকীকরণ ভাতা হিসেবে পাবেন।

খ. সংস্থায় চাকুরিরত অবস্থায় কোন কর্মীর সাধারণ মৃত্যু হলে তিনি অন্যান্য সুযোগসুবিধাগুলোর পাশাপাশি ৫ বছরের সর্বশেষ মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা পৃথকীকরণ ভাতা হিসেবে পাবেন।

গ. চাকুরিকালীন অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে বা অন্য কর্তৃক মৃত্যু হলে তিনি অন্যান্য সুযোগসুবিধাগুলোর পাশাপাশি ১০ বছরের সর্বশেষ মূল বেতনের সম পরিমাণ টাকা পৃথকীকরণ ভাতা হিসেবে পাবেন।

---

৭. সন্তান পরিচর্যা সহায়তা

ক. এই ভাতা শুধুমাত্র নারী বা বিপত্নীক পিতার জন্য দেয়া হবে যাতে করে তিনি তার সন্তান পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে পারেন।

খ. সন্তানপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা ভাতা প্রদান করা হবে এবং সর্বোচ্চ ২টি সন্তানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩বছর পর্যন্ত এ ভাতা প্রদান করা হবে।

---

৮. বাৎসরিক ছুটি

ক. নিম্নলিখিত উপায়ে বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের বার্ষিক ছুটি নির্ধারিত করা হবে।

কর্ম এলাকা	শাখা অফিস	ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে	প্রধান কার্যালয়
নিজ উপজেলা	১৫ দিন	১৫ দিন	২০ দিন
নিজ জেলা	১৮ দিন	১৮ দিন	
বাইরের জেলা	৩০ দিন	২৪ দিন	

খ. শিক্ষানবিশ কর্মী মাসে ১ দিন বাৎসরিক ছুটি সবেতন ভোগ করতে পারবেন।

গ. বছরের শেষে পাওনা ছুটির মধ্যে কেবল ১০ দিন পর্যন্ত ছুটি পরবর্তী বছরের বার্ষিক ছুটির সাথে যুক্ত হবে।

Rezaul Karim Chowdhury
Executive Director
COAST Trust

Begum Shamsun Nahar
Chairperson-Board of Trustee
COAST Trust

৯. অসুস্থতাজনিত ছুটি

কোন কর্মী বছরে ১৪ দিন অসুস্থকালীন ছুটি সবেতনে ভোগ করতে পারবেন। বিশেষ কারণে পরিচালক বিশেষ অসুস্থতাজনিত সর্বোচ্চ ১৪ দিন ছুটি প্রদান করতে পারবেন। এর বেশী হলে নির্বাহী পরিচালকের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

---

১০. মাতৃত্বকালীন ছুটি

ক. নিয়মিত নারী কর্মীর চাকুরির বয়স ১ বছর হলে তার পুরো কর্মজীবনে সর্বোচ্চ ২ বার ছয় মাস করে মাতৃত্বকালীন ছুটি নিতে পারবেন। মাতৃত্বকালীন ছুটির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তাবলী বজায় থাকবে:-

১. মাতৃত্বকালীন ছুটি হবে ছয় মাস। পুরো মাতৃত্বককালীন ছুটির প্রথম তিন মাস স্ববেতনে এবং পরের তিন মাস একটি বেসিক বেতন এবং বাড়ি ভাড়ার সমান মাসিক বেতন প্রদান করা হবে। তিন মাস পরে যেকোন দিন কোন কর্মী কাজে যোগদান করতে চাইলে তিনি বেতন কাঠামো অনুযায়ী সকল সুবিধাদিসহ মাসিক বেতন পাবেন।

২. আবেদনকারী কর্মী যদি ঋণ ও উন্নয়ন কর্মকর্তা/কর্মসূচি সংগঠক হন তাহলে কর্মীর চাকুরির বয়স ১ বছরের বেশী হলে মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যাবার পূর্বের ২মাস রিক্সায় ভ্রমণ করতে পারবেন যার জন্য প্রতি মাসে সর্বোচ্চ ৫০০/- টাকা যাতায়াত ভাতা পাবেন।

খ. মাতৃত্বকালীন ছুটি থেকে কর্মক্ষেত্রে যোগদানের পর বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য একজন কর্মী নিম্নোক্ত সুবিধাগুলো পাবেন :

১. প্রতিদিন কর্ম সময় থেকে ১ ঘন্টা বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো যাবে। বাচচার বয়স সর্বোচ্চ ২ বছর পর্যন্ত এ সুযোগ প্রদান করা যাবে।

২. বাচচাকে একজন আয়াসহ কর্মসময়ে অফিসে আনতে পারবেন যার খাওয়াদাওয়ার খরচের মাসিক ৫০০ টাকা অফিস কর্তৃক বহন করা হবে। কোন কর্মী ইচ্ছে করলে সর্বোচ্চ ৪৮ মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চাকে অফিসে আনতে পারবেন।

৩. বাচ্চার খেলাধুলার জন্য অফিস থেকে সর্বোচ্চ ১৫০০ টাকার খেলনা কিনে দেয়া হবে যেগুলো অফিসের তত্ত্বাবধানে থাকবে।

---

১১. পিতৃত্বকালীন ছুটি

কোন পুরুষ কর্মী চাকুরির বয়সের ১ বছর পর সর্বোচ্চ ২ বার ৬ দিন করে পিতৃত্বকালীন ছুটি ভোগ করতে পারবেন। চাকুরির বয়স ১ বছর না হলে এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেলায় এ ছুটি বিনা বেতনে হবে।

---

১২. শিক্ষাসংক্রান্ত ছুটি

ক. নিয়মিত চাকুরির ক্ষেত্রে ২৪ মাস পর্যন্ত শিক্ষা ছুটি নেয়া যাবে না এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের বেলায় কোন শিক্ষা ছুটি প্রযোজ্য হবে না।

খ. নারী কর্মীদের বেলায় শিক্ষা ক্ষেত্রে উৎসাহী করতে ৩ টি পরীক্ষার জন্য প্রতিবারে বাৎসরিক ছুটির সাথে সমন্বয়ান্তে সর্বোচ্চ ৩০ দিনের জন্য শিক্ষা ছুটি পাবেন।

---

১৩. শিশু-সন্তান পরিচর্যা ভাতা

প্রত্যেক নারী কর্মী যাতে করে তার সন্তান পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে পারেন সে জন্য প্রতিটি সন্তানের ক্ষেত্রে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা পাবেন। সর্বোচ্চ ২টি সন্তানের ক্ষেত্রে তিন মাস বয়স থেকে সর্বোচ্চ তিন বছর তিন মাস পর্যন্ত এই ভাতা প্রদান করা হবে।

Rezaul Karim Chowdhury
Executive Director
COAST Trust

Begum Shamsun Nahar
Chairperson-Board of Trustee
COAST Trust

১৪. অসুস্থতাজনিত কারণে হালকা কাজ

নারী কর্মী বিশেষ অসুস্থতাজনিত কারণ অবহিত করলে উর্ধ্বতন কর্মী হালকা কাজ প্রদান করবেন এবং প্রয়োজনে মোটর সাইকেল বা সাইকেল ব্যবহার বাদ রেখে পছন্দ এবং প্রাপ্যতা অনুযায়ী অন্য বাহনের বন্দোবস্ত করবেন।

---

১৫. শিশু সহ ভ্রমণ ভাতা

ক. সংগঠনের কাজে কোন নারী কর্মীকে যদি তার কর্ম এলাকার বাইরে যেতে হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত কর্মী ৩ বছরের বয়স পর্যন্ত তার শিশুকে যদি পরিচর্যাকারী সহ নিয়ে যান, তা হলে তিনি শিশু পরিচর্যাকারীর প্রকৃত খরচ দাবি করতে পারবেন।

খ. তবে যেসব চাকুরীজীবি মা/বাবা-দের একমাত্র সন্তান রয়েছে এবং উক্ত সন্তানের ১৬ বছর না হওয়া পর্যন্ত তার কর্মকালীন মাঠ পরিদর্শনের সময় সাথে নিয়ে যেতে পারবেন। এবং এক্ষেত্রে তার মা/বাবা'র মতো উক্ত সন্তান সমান সুবিধার খরচ কোস্ট বহন করবে। তবে উক্ত সন্তান যদি মা/বাবা যেকোন একজন হারা হয়ে থাকে কেবল সেক্ষেত্রেই এই সুবিধা সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজারের পূর্ব-অনুমতি সাপেক্ষে সংস্থা বহন করবে, অন্যথায় নয়।

---

১৬. অবসর

ক. অবসর ভাতার জন্য কর্মীকে সংস্থায় চাকুরির বয়স কমপক্ষে ২০বছর হতে হবে। অবসরের বয়স প্রচলিত সরকারী নিয়ম অনুসরণ করা হবে। তবে সংগঠনের প্রয়োজনে ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে অবসরের বয়সসীমা ব্যতিক্রম হতে পারে।

খ. অবসর ভাতা হিসেবে তিনি ৫ বছরের মূল বেতনের (সর্বশেষ মূল বেতন) সমান এককালীন অতিরিক্ত ভাতা পাবেন। তবে এ ক্ষেত্রে সংস্থায় চাকুরির বয়স কমপক্ষে ২০ বছর হতে হবে। কেউ যদি সংস্থা ছেড়ে গিয়ে পুনরায় সংস্থায় যোগদান করেন তাহলে সর্বশেষ যোগদানের তারিখ থেকে সময় হিসেব করা হবে।

অনুমোদনের তারিখ: ২২ মার্চ, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ৯৯তম সভায় এ আচরণবিধি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

নীতিমালার পরিবর্তন: সংগঠনের নীতি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার ঘোষণা ইত্যাদির পরিবর্তন অনুযায়ী এই নীতিমালা ভবিষ্যতে যথারীতি পরিবর্তিত হতে পারে।

রেজাউল করিম চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক
কোস্ট ট্রাস্ট
Rezaul Karim Chowdhury
Executive Director
COAST Trust

বেগম শামসুন নাহার
চেয়ারপার্সন
বোর্ড অব ট্রাস্টি
কোস্ট ট্রাস্ট
Begum Shamsun Nahar
Chairperson-Board of Trustee
COAST Trust